শাসক শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহর নাজিলকৃত যেসকল আইন-বিধানকে বাতিল করেছে তার কিছু উদাহরণ

প্রশ্ন: শাসক শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহর নাজিলকৃত যেসকল আইন-বিধানকে বাতিল করেছে তার কিছু উদাহরণ দিবেন কি?

উত্তর: হ্যা! অবশ্যই। শাসক শ্রেণীর লোকেরা তাদের মানব রচিত সংবিধানের সাথে আল্লাহর নাজিলকৃত আইনের যেসব ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ মনে করেছে সেখানেই তারা আলাহর আইনকে পরিবর্তণ করে তাদের মানব রচিত আইনকে বহাল রেখেছে। আর একথা তারা কোন গোপনে করে না বরং তাদের সংবিধানে লিখিত ভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করে থাকে। যেমন বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭' এর দ্বিতীয় ধারাতে বলা হয়েছে, **'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।'** [১] সংবিধানের এই ধারা অনুযায়ী আল্লাহর বিধানের মধ্য থেকে যেই সমস্ত বিধান বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে

সামঞ্জস্যশীল নয় সেগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। শাসকগোষ্ঠী সে সকল বিধান বাতিল করেছে তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হলো:

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাঃ

প্রথমেই তারা আঘাত হেনেছে আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তথা সার্বভৌমত্বের উপর। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ এর ১ এ বলা হয়েছে: **'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'**। অথচ ইসলাম বলে

সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ সুব. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٦٧:١]

অর্থ: "বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" [২]

---

১. 'বাংলাদেশের সংবিধান ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা' চতুর্দশ সংশোধণী পরবর্তী প্রকাশিত, এম.এ.সালাম রচিত, কালার সিটি কতৃক মুদ্রিত, পৃষ্ঠা নং: ৯।

২. সুরা মূলক ৬৭:১।

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেন:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٣:٢٦]

অর্থ: "বল, 'হে সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে চান তাকে ক্ষমতা দান করেন, আর যার থেকে চান ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান'।" [৩]

মদ, জুয়া, মূর্তি, লটারীকে বৈধ করাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. মদ, জুয়া, মূর্তি, লটারীকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٥:٩٠] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ [٥:٩١]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ নাপাক ও শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?" [৪]

এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান অথচ আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মদকে লাইসেন্স দিয়ে হালাল (বৈধ) করে দেওয়া হয়েছে।রাস্তার মোড়ে মোড়ে, স্কুল-কলেজের সামনে মূর্তি তৈরী করে গোটা জাতীকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বানের নামে মুসলিম জাতিকে অগ্নিপূজায় অভ্যস্ত করা হচ্ছে।

---

৩. সুরা আল ইমরান ৩:২৬।

৪. সুরা মায়িদা ৫:৯০-৯১।

সুদ কে বৈধ করাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. সুদ কে হারাম করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ[٢:٢٧٥]

অর্থ: "আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" [৫]

শুধু তাই নয় সুদের কারবারে জড়িত থাকাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার শামিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [٢:٢٧٨] فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [٢:٢٧٩]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের উপর যুলম করা হবে না।" [৬]

অথচ আমাদের দেশে সুদকে লাইসেন্স দিয়ে বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, রূপালি ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক সহ সকল ব্যাংক সুদের কারবার করছে। এটা তাদের জন্য বৈধ কারণ সরকার লাইসেন্স দিয়েছে। তবে কেউ যদি লাইসেন্স বিহীন ব্যক্তিগত ভাবে সুদের কারবার করে তা সরকারী আইনে অবৈধ কারণ সেখানে সরকার সুদের ভাগ পায় না। লাইসেন্স থাকলে সরকার সূদের ভাগ পায়। এভাবে আল্লাহর হারামকৃত সুদকে লাইসেন্স দিয়ে হালাল করে দেওয়া হচ্ছে।

---

৫. সুরা আল বাকারা ২:২৭৫।

৬. সুরা আল বাকারা ২:২৭৮-২৭৯।

পর্দার বিধানকে পরিবর্তনঃ

আল্লাহ সুব. পবিত্র কুরআনে নারীদেরকে পর্দা করতে নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ [٣٣:٣٣]

অর্থ: "আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক- জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।" [৬]

বর্তমান সমাজে ইভটিজিং একটি বড় সমস্যা এটা বন্ধ করার জন্য সরকারী, বেসরকারীভাবে নানা প্রপাগান্ডা করা হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ সুব. পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন পর্দার বিধান কায়েম করলে কোন প্রকার ইভটিজিং, নারী উক্তত্যকরণ থাকবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [٣٣:٥٩]

অর্থ: "হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিননারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের [৭] কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [৮]

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে সকল নারীগণ পর্দা করবে তাদেরকে কেউ উত্যক্ত করতে পারবে না। ইভটিজিং করতে পারবে না। এটা ইভটিজিং বন্ধ করার জন্য আল্লাহর বিধান। অথচ আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে রায় দেওয়া হয়েছে "পর্দার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না"। সুতরাং যারা আদালতের রায়ের মাধ্যমে পর্দার বিধান কে বাতিল করেছে তারা নিজেরাই 'ইলাহ' এবং 'রব' বনে গেছে।

---

৬. সুরা আহযাব ৩৩:৩৩।

৭. জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে।

৮. সুরা আহযাব ৩৩:৫৯।

জিনা-ব্যভিচারকে বৈধ করাঃ

পবিত্র কুরআনে জিনা-ব্যভিচারকে হারাম করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [١٧:٣٢]

অর্থঃ "আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশীল কাজ ও মন্দ পথ।" [৯]

অপর আয়াতে জিনা-ব্যভিচারে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [٢٤:٢]

অর্থ: "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আলাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।" [১০]

আর যদি ব্যভিচারিণী বা ব্যভিচারী বিবাহিত হয় তাহলে তাদের পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ -و سلم عليه الله صلى - اللهِّ رَسُولِ عَلَىمِنْبَرِ جَالِسٌ وَهُوَ الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ قَالَ يَقُولُ عَبَّاسٍ بْنَ اللهِّ عَبْد عَنْ الرَّجْمِقَرَأْنَاهَا آيَةُ عَلَيْهِ أُنْزِلَ مِمَّا فَكَانَ الْكِتَابَ عَلَيْهِ وَأَنْزَلَ بِالْحَقِّ -و سلم ل لهعليه صلى - مُحَمَّدًا بَعَثَ قَدْ اللهَّ يَقُولَ أَنْ زَمَانٌ بِالنَّاسِ طَالَ إِنْ فَأَخْشَى بَعْدَهُ وَرَجَمْنَا-و سلم عليه الله صلى - اللهِّ رَسُولُ فَرَجَمَ وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا أَحْصَنَ إِذَا زَنَى مَنْ عَلَى اللهِّحَقٌّ كِتَابِ فِى الرَّجْمَ وَإِنَّ اللهُّ أَنْزَلَهَا فَرِيضَةٍ بِتَرْكِ فَيَضِلُّوا اللهِّ كِتَابِ الرَّجْمَفِى نَجِدُ مَا قَائِلٌ الاِعْتِرَافُ أَوْ الْحَبَلُ أَوْكَانَ الْبَيِّنَةُ قَامَتِ إِذَا وَالنِّسَاءِ الرِّجَالِ مِنَ.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ওমর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বরের উপর বসা অবস্থায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন এবং তার উপর কিতাব নাযিল করেছেন আর তার উপর যে সমস্ত আয়াত নাযিল করা হয়েছিল তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিল আমরা তা পড়েছি, মুখস্ত করেছি এবং অনুধাবন করেছি এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

৯. সুরা ইসরা ১৭:৩২।

১০. সুরা নূর ২৪:২।

তবে আমি ভয় পাচ্ছি যে, দীর্ঘকাল পরে এমন একটি সময় আসবে যে, লোকেরা বলবে; "আমরা আলাহর কিতাবে রজমের বিষয়ে কোন আয়াত পাইনি"। পরবর্তীতে তারা পথভ্রষ্ট হবে আলাহ তা'আলার নাযিলকৃত ফরজ বিধান পরিত্যাগ করার কারনে। নিশ্চই আলাহর কিতাবের বিধান রজম প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ঐ সমস্ত পুরুষ এবং মহিলার উপর যারা বিবাহের পর যিনায় লিপ্ত হইবে। এবং তাদের এই যিনা দলিলের মাধ্যমে প্রমানিত হইবে অথবা মহিলার গর্ভ প্রকাশিত হইবে অথবা তাদের কেউ সেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিবে।" [১১]

কিন্তু ইসলামের এই বিধানকে বর্তমান শাষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। লাইসেন্স থাকার শর্তে পতিতাবৃত্তিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ায় নানা জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে ধর্ষণের যতটুকু শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তাও বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। যদি বিচার হয়ও তাহলে ইসলামি বিধান বাতিল করে লোক দেখানো কয়েক দিনের কারা ভোগের বিধান রাখা হয়েছে। অথচ ইসলামের বিধান ছিল এই পাপীকে জনসম্মুখে এনে পাথরাঘাতে হত্যা করা হবে অথবা ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে যাতে অন্যরা এর থেকে শিক্ষা নিয়ে বিরত থাকে।

চোরের বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে বাতিল করাঃ

আল্লাহ সুব. পবিত্র কুরআনে চোরের শাস্তির সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٥:٣٨]

অর্থ: " আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আলাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [১২]

এ আইন বাস্তবায়ন করলে দেশে চোর থাকতে পারে না। সোনার বাংলা ও সোনার মদিনায় এখানেই পার্থক্য। সোনার মদিনায় আযান হয়ে গেলে স্বর্ণের দোকান পর্যন্ত একটি কাল পর্দা ঝুলিয়ে দোকান খোলা রেখে লোকেরা মসজিদে চলে যেত। কোন প্রকার চোরের ভয় থাকতো না। অথচ সোনার বাংলায় ভাল জুতা নিয়ে মসজিদে গেলে সালাতের পরে তা আর খুজে পাওয়া যায় না।

এ পার্থক্য এ জন্য যে, সোনার মদিনায় চোরের হাত কাটার বিধান কার্যকর ছিল। আর সোনার বাংলায় এ আইনকে বর্বর ও মধ্যযুগিয় আইন বলে বাতিল করা হয়েছে। অথচ আলাহর আইন বাতিল করার অধিার কারো

---

১১. সহীহ বুখারী ৬৮৩০; সহীহ মুসলিম ৪৫১৩; মুসনাদে আহমদ ৩৯১।

১২. সুরা রা'দ ১৩:৪১।

নেই। কারণ আল্লাহ সুব. বলেন:- وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (আর আলাহ- ই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই [১৩])

এজন্যই রাসুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে মক্কা বিজয়ের পরে কুরাইশ বংশের শাখা বানু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করার পর তার হাত না কাটার ব্যাপারে সুপারিশ করা হলে তিনি তা কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। যা নিম্নের হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

অর্থ: "আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, বনু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে বিষয়টি কুরাইশদের অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দিল। তারা বলল মহিলার ব্যাপারে কে আলাহর রাসুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কছে সুপারিশ করবে? এরপর তারা বলল আলাহর রাসুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় পালক নাতি উসামা বিন যায়েদ ছাড়া অন্য কেউ এই দুঃসাহস করতে পারে না। তখন উসামা (রা.) রাসুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে সুপারিশ করলে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি কি আলাহ তা'আলার নির্ধরিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছ? অতপর তিনি খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধবংস হয়েছে এজন্য যে যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন গরীব দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তখন তার উপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন করত। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" [১৪]

সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে আলাহর আইনকে বাতিল করাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. মুসলিমদের সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছেন। ইসলামের বিধান হলো সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বোন তার ভাইয়ের অর্ধেক পাবে। ইরশাদ হচ্ছে:

---

১৩. এই ৭১ সুরা মায়িদা ৫:৩৮।

১৪. সহীহ বুখারী ৩৪৭৫।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ [٤:١١]

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ।" [১৫]

কিন্তু বর্তমানের আল্লাহদ্রোহী বিচার ব্যবস্থা আল্লাহর এই বিধানকে ইনসাফপরিপন্থি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তা বাতিল করে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, **ইসলামি আক্বিদার একটি মৌলিক বিষয় হলো, কোন বিষয় যদি যুক্তিহীন মনে হয় তবুও তা মাথা পেতে নিতে হবে। তার বিরোধিতা করা যাবে না।**

আর সম্পত্তি বন্টনের এই বিধান তো যুক্তির বাহিরে নয়। কারণ ইসলাম যদিও ছেলেকে এক ক্ষেত্রে বেশী সম্পদ প্রদান করেছে। কিন্তু মেয়ে মূলত ছেলের থেকে বেশীই পায়।

ইসলাম মেয়ের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, নিরাপত্তাসহ যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব দিয়েছে ছেলেদের উপর। এ ক্ষেত্রে তার কোন ব্যয় নেই। বরং উত্তরাধিকারী সুত্রে প্রাপ্ত পুরো সম্পদই তার অবশিষ্ট থেকে যায়। অপর দিকে ছেলেরা যেই সম্পদ পায় তার পুরোটাই খরচ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। কারণ তার উপর তার স্ত্রী, সন্তানাদী, পিতা-মাতা সকলের ভরণ-পোষণের দায়িত্বে রয়েছে। তাই যদিও বাহ্যিক ভাবে দেখা যায় ছেলেকে সম্পত্তি বেশি দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাস্তবে সে মেয়ের তুলনায় কম সম্পত্তির মালিক হয়।

১৫. সুরা নিসা ৪:১১।